দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

28

আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব

স্মৃতির যাদুর সঙ্গে আমরা সবাই অল্পবেশি পরিচিত। যে সব ঘটনা একদিন আমাদের অত্যন্ত চঞ্চল ও উত্তেজিত করে তুলেছিল, তারাই আবার ধীরে ধীরে স্মৃতির পটে ঈষৎ সহাস্য, ঈষৎ বিষণ্ণ মুখচ্ছবির মতো সারিবদ্ধ হয়। —অম্লানদত্ত/ব্যক্তি যুক্তি সমাজ।

আজ ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার (১৯৬৬) পর প্রথম সমাবর্তন ও স্নাতকদের সম্মিলনী উৎসব। এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস জুড়ে সমাবর্তনের সাজ সাজ রব। অনুষ্ঠান আয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্তদের কর্মতৎপরতা আর উৎসবকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের উত্তেজনা-কৌতূহল। শীতের পরিবেশ ছিঁড়ে সমাবর্তন ক্যাম্পাসের সবাইকে স্পর্শ করেছে উষ্ণ ছোঁয়ায়। সমাবর্তনের প্রাক্কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপঞ্জী আমি সংগ্রহ করেছি। এ সকল ডাটা সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন। এও জানেন কবে কিভাবে এ প্রতিষ্ঠানের সূচনা। সাংবাদিকের রিপোর্টে এসব তথ্য ব্যবহৃত হচ্ছে। কাগজের ফিচার, প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এসব টীকা-ভাষ্য, তথ্য, নির্ঘন্ট— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সচল, সজীব স্থিরচিত্র; উত্থান এবং বেড়ে ওঠবার ইতিবৃত্ত; পথ -পরিক্রমার সাহসী ইতিহাস। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের একটি সার্থক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ডচিত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাড়া আর কোথাও পাওয়ার সুযোগ নেই। তাবত দেশের ভূ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক

মাহফুজ পারভেজ

এককগুলো এখানে সমবেত হয়েছে অত্যন্ত সফলভাবে। পাহাড়, নদী, সমতল ভূমি এবং দূর সমুদ্রের ডাক যেমনভাবে এই আবহাওয়াকে বৈচিত্র্য-সুষমায় উজ্জ্বল করেছে— তেমন ভাবে এইখানেই বহু পথ ও মতের রাজনীতি ও দর্শন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মহান দীক্ষায় ক্রিয়াশীল রয়েছে। সুবিশাল প্রকৃতির প্রযত্নে এমন গতিশীল সমাজ সম্ভবত বিরল। এবং এই ক্যাম্পাসের নানা ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতিসত্তার সম্মিলিত পদযাত্রা প্রাচ্যের প্রেক্ষিতে মনে করিয়ে দেয় পশ্চিমের কোন ম্যাগাসিটির কথা। পাক-ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কেবলমাত্র চট্টগ্রামেই সবচেয়ে বেশি ও বিচিত্র জাতিসত্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই বিচিত্রতার সঙ্গে সমতল দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহু বিচিত্র মানবমণ্ডলীর অযুত স্বকীয়তার সফল সেতুবন্ধনে রচিত হয়েছে এক আলোকিত ভুবন। দীর্ঘ বছর ও সময়ের স্রোতে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এ আলোক শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে : তপোবনের স্নিগ্ধ ছায়ায়, প্রকৃতির সৌরভ—সুষমায়, আকাশের উজ্জ্বলতায় আর মননের পরিশুদ্ধতায় প্রজ্ঞাবান এ আলো অনির্বাণ।

দুই.

লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ্য ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় কোন প্রতিষ্ঠানের সবটুকু। পিছনে পড়ে থাকে অলিখিত উপাখ্যান, না বলা কথার অস্ফুট ধ্বনিমালা। অন্তরের অন্ধকারে শোনা যায় অনঙ্গের নগ্ন পদধ্বনি। অন্তরালে সব সময়ই চাপা থাকে অব্যক্ত প্রসঙ্গ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসময় এই মৌন মৈনাক পর্বতরাজী, অরণ্য, শ্যামল ছায়ার প্রকৃতিতেও বোধ করি রয়েছে নস্টালজিক ধূসর পাণ্ডুলিপির বিবর্ণ পাতা। বছরের পর বছর ধরে, প্রজন্মের পর প্রজন্মের আনন্দ-বিষাদ, বিজয়-পরাজয়, পাওয়া-না পাওয়া, যন্ত্রণা ও দহনের হীম-নীল ছায়াচিত্র আজও আছে। হয়তো কোন লিপিবদ্ধ রেকর্ডে, রেফারেন্সে, লাইব্রেরি-সেমিনারের বইপত্তরের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না সেইসব লুকনো অতীত। তবুও এই ক্যাম্পাসেরই দিন ও রাত্রির অদৃশ্য শরীরে ছড়িয়ে আছে সেইসব স্মৃতি রোদের হাসিতে, মেঘেদের রহস্যে, বাতাসের দোলায়; নিস্তব্ধ রাতের কালো দীর্ঘশ্বাসে খেলা করে স্মৃতির হিরন্ময় যাদু। সমাবর্তন— আবার অনেক বছর পর, সবাইকে এনে দাঁড় করাবে সোনালী-রূপালী যৌবনের হারিয়ে যাওয়া শ্রেষ্ঠ সময়ের মুখোমুখি। স্বর্ণাভ কাগজে মুড়ে ফিরিয়ে দেবে কোন একখণ্ড অতীত, কোন সুখ কিংবা দুঃখের স্মৃতি, হাসি ও আনন্দের একটি মুখ, বিষাদের বৃষ্টিতে ভেজা এক সমুদ্র গভীর চোখ, হয়তো এনে দেবে অতীত স্মৃতির স্বপ্নলোকের চাবি। এই কী তবে স্মৃতির যাদু?

তিন.

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস স্মৃতির এক অনাবিষ্কৃত জগত। সময়ের পলে পলে এখানে জমা হয় স্মৃতির ধুলো— ডাস্ট অব মেমোরিজ। যে কোন ক্যাম্পাসের সবচেয়ে প্রাচীন বৃক্ষটি মূলত সবচেয়ে দুর্লভ সাক্ষীদের একজন। মানুষেরা আসে মানুষেরা যায়। গাছেরা যেতে পারে না। তাদের যাবার কোন জায়গা নেই। তারা স্মৃতির ধুলো শরীরে মেখে নীরব দাঁড়িয়ে থাকে। ক্যাম্পাসের এই স্মৃতিময়তা এক ও অভিন্ন। উত্তর আমেরিকার ছোট শহর-ওয়ারলু ক্যাম্পাসের নিঃসঙ্গ পাইন, শান্তি নিকেতনের সেই ছাতিম গাছ ঋতুতে ঋতুতে পাতা বদলায়, বদলায় জর্জরিত ছাল-বাকল; আর হৃদয়ের গ্রন্থিতে জমা করে স্মৃতির সম্পদ। স্মৃতিরা বড় আক্রমণাত্মক। গাছেরা সহ্য করে। মানুষ পারে না। গাছের সহ্য শক্তি বেশি। গভীর রাতের কালো প্রকৃতি বিদীর্ণ করে তারা কাঁদে। টুপটাপ ঝরে পড়ে অশ্রু, ঝরা পাতা। অতীতের কান্না। মানুষেরা বড়ো অসহায়— স্মৃতির কাছে আরও বেশি। নিষাদে হলুদ হয়ে গুমরে ওঠে 'মতিহারি' বলে। ফিরে যেতে চায় উত্তর জনপদের সেই সবুজ ক্যাম্পাসে, হারানো সাম্রাজ্যে। মধুর ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে পথ চলতে থেমে যায় পা। ঐ তো, ঐখানে। লাইব্রেরির পাশে। মনে পড়ে? বাতাস ও বৃক্ষেরাই শুধু গ্রহণ করতে পারে মানুষের দীর্ঘশ্বাস।

চার.

মানুষেরা পালিয়ে বেড়ায়। এক জীবন থেকে অন্য জীবনে। এক স্মৃতি থেকে অন্য স্মৃতিতে। আশি দশকের টগবগে যুবক, তুর্কী তরুণ মিনার মাহমুদ। সাংবাদিকতা, সম্পাদনা— বিচিত্রা থেকে বিচিন্তা। অতঃপর প্রবাসে দৈবের বশে—সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে। তবুও স্মৃতিরা পিছু ছাড়ে না। তাকে লিখতে হয় রমণীয় রমনায় ঘেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। তার নায়িকাদের কথা 'মনে পড়ে রুবী রায়'—গানের কলির শিরোনামে রচিত জীবন ধারাভাষ্য। সাংবাদিক-গল্পকার রেজানুর রহমানের উপন্যাসে এখনো ডানা ঝাপটায় 'স্বপ্নের পাখিরা'। সত্তর দশকের তুখোড় কবি ময়ুখ চৌধুরী 'কালো বরফের প্রতিবেশী' কাব্যগ্রন্থের অনেক বছর পর-ছাত্র জীবন শেষে শিক্ষকতায় এসেও লিখেন ক্যাম্পাসের কবিতা:

চলে যাবে তবু কেনো আবেদনপত্র পড়ে জমা।/ সদূর ঝর্ণার জলে বয়ে যায় অবিরল ক্ষমা।/ স্মৃতি ও স্বপ্নের মাঝে হৃদয়ের পেণ্ডুলাম দোলে/ পুরোনো গানের সুর, কেউ মনে রাখে, কেউ ভোলে।/ পাহাড় ঘেরা সবুজ গাছে অবুঝ পাখি গায়,/যুগল বেনীর ওপর দিয়ে ট্রেন আসে, ট্রেন যায়।/ ইষ্টিশনে পড়ে থাকে দীর্ঘশ্বাসের হাওয়া/ঐখানেতে ঠিক হবেনা যাওয়া।

দীর্ঘশ্বাসের হাওয়ার কাছে যাওয়া ঠিক নয়। তবুও চলে যায় মন। শরীর থেকে ছিটকে বেড়িয়ে আসে হারানো দিনের পরিধিতে। 'অবিনাশী চর' নামক এক টুকরো ক্যাম্পাসে, কবিতার উপমা ও চিত্রকল্পে যেমন চলে আসে সাংবাদিক গুলশান আখতার—একদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের লাল নীল দীপাবলী সজ্জিত অতীত স্মৃতির কথামালা মনে করে। কিংবা বহুদূরে, সেই বহমান ভলগার তীরে মস্কোতে। আলাউদ্দিন আল আজাদের 'নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ'র উৎসর্গ পত্র ছিড়ে ভলগা নাতাশা লুদমিলা'র প্রিয়তম সান্নিধ্যে। সৈয়দ ইকবালের 'ফিরে যাওয়া' আর ইকবাল আজিজের ফিরে যেতে না পারার যাতনা তাহলে কিভাবে একাকার হয়ে যায়? মিশে যায় একই সমতলে। মনোভূমির গভীরতম অংশের মাঝ দিয়ে যে পথ, যে পথ নির্জন; সে পথের নির্জনতাকে ম্লান করে দিয়ে কেন তবে এই আর্তনাদ:

পাইনের দেশে তুষারের স্মৃতি নিয়ে লুদমিলা ভাসিয়েছে ভেলা/আমার ভুলে গেছে আমায় ভুলে গেছে/ভলগা তীরের লুদমিলা।/ইকবাল আজিজ/ একটি স্বপ্নের কথা।

পাঁচ.

উনিশ শ' বিরানব্বই-এর শীতকাল। ঢাকায় সাংবাদিকতা করি। সাহিত্য আর অন্য সব তো আছেই। যেমন ছিল কিশোরগঞ্জে কিংবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে সময় এক সন্ধ্যায়,

ক্যাম্পাস স্মৃতির এক অনাবিষ্কৃত জগত। সময়ের পলে পলে এখানে জমা হয় স্মৃতির ধুলো— ডাস্ট অব-মেমোরিজ। যে কোন ক্যাম্পাসের সবচেয়ে প্রাচীন বৃক্ষটি মূলত সবচেয়ে দুর্লভ সাক্ষীদের একজন। মানুষেরা আসে মানুষেরা যায়। গাছেরা যেতে পারে না। তাদের যাবার কোন জায়গা নেই। তারা স্মৃতির ধুলো শরীরে মেখে নীরব দাঁড়িয়ে থাকে। ক্যাম্পাসের এই স্মৃতিময়তা এক ও অভিন্ন। উত্তর আমেরিকার ছোট শহর ওয়ারলু ক্যাম্পাসের নিসঙ্গ পাইন, শান্তি নিকেতনের সেই ছাতিম গাছ ঋতুতে ঋতুতে পাতা বদলায়, বদলায় জর্জরিত ছালবাকল; আর হৃদয়ের গ্রন্থিতে জমা করে স্মৃতির স্বাদ, স্মৃতিরা বড়ো আক্রমণাত্মক, গাছেরা সহ্য করে, মানুষ পারে না।

'কবিকণ্ঠ' সাহিত্য গোষ্ঠী সংবর্ধনা দিল কবি সৈয়দ আলী আহসানকে। সেখানে আলাউদ্দিন আল আজাদ, আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আল মুজাহিদীসহ ঢাকার তরুণ কবি বন্ধুদেরও অনেকেই আছেন। কিভাবে যেন সবাই জেনে গেল, সাংবাদিকতা ছেড়ে আমি শিক্ষকতায় যুক্ত হতে যাচ্ছি এবং এই চিরচেনা স্মৃতির শহর ঢাকাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি দূর বন্দর নগরীতে—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে। আলাউদ্দিন আল আজাদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনারত—আগাম স্বাগতম জানালেন। কারও কারও মুখের আলো নিভে গেল—'চলে যাবে তুমি'?

সে সময় আমি নিজেও বিধ্বস্ত হচ্ছি নিজের ভিতর। সিদ্ধান্তহীনতার অস্থির দোলাচলে টলোমলো দুলছি। আমার পিছনে স্মৃতি ও অতীতের উত্তরাধিকার, সামনে ভবিষ্যত: পাহাড় ও সমুদ্রের আলিঙ্গনে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম আমার কাছে সে সময় এক অচেনা ভূগোল। চট্টগ্রাম মানে সোলায়মান আহসান ও মীজানুল করিম ভায়ের কাছ থেকে শোনা ছিটে—ফোটা গল্প। আর মাসুমুর রহমান খলিলী ভায়ের স্মৃতি— যিনি প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রদর্শনের প্রথম পাঠ ও পাঠ্য পুস্তক আমাকে দিয়েছিলেন জাহাঙ্গীরনগরের প্রাথমিক দিনে। যা আমি ফিরিয়ে আনতে পারিনি; কেড়ে নিয়েছে ঘাতক প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসার আগুন, ক্যাম্পাস সন্ত্রাস। তবু শত পরাজয়েও আমার মাঝে জ্বলে ছিল চেতনার অগ্নিতে রাঙা শপথ। 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' লেখা জুলিয়াস ফুচিকের কবিতা: 'জীবনকে ভালবাসে বলেই মানুষ জীবনের সৌন্দর্যের জন্যে যুদ্ধ করে।' আর মাও সেতুং-এর কথা, যা কষ্টকর সময়ে আমাকে শুনিয়েছিলেন আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু ভাই। চেয়ারম্যান মাও ১৯৫৩ সালে মস্কোতে অধ্যয়নরত চীনা ছাত্রদের উদ্দেশে বলেছিলেন:

"এই পৃথিবীটা তোমাদের এবং আমাদের। তবে প্রকৃত অর্থে এই পৃথিবী তোমাদের। তোমরা হলে সকাল আটটা নয়টার সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তোমাদের আছে জ্বলবার অনেক আলো। তোমাদের দিয়ে আশা করি।"

ছয়.

কবিকণ্ঠের সেই সন্ধ্যায় প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার মেরুকরণে আমি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আমি স্মৃতি ও ভবিষ্যতকে দু'হাতের বাড়িয়ে দেয়া মুঠোতে পুরে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতো রক্তাক্ত হতে লাগলাম। স্মরণের তীব্রতা আমাকে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধান্তের উপকূলে পৌঁছতে গিয়ে বার বার আমি 'স্মৃতি' ও 'ভবিষ্যত' চিহ্নিত দুটো পথের মাঝখানে ফিরে আসি। আমি বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকি। আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যাকে বলা হয় 'মোমেন্ট অব ডিসিশন'। রবার্ট ফ্রস্ট তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন:

দুটো পথ একটি হরিদ্রাভ বনখণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়েছে/আমি একই সঙ্গে দুটো পথে চলতে পারি না/তাই দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম/ যতদূর দেখতে পারি/ একটি পথ ঘন আগাছায় পরিপূর্ণ, জনপ্রদ চিহ্নহীন/কিন্তু অন্য পথটি পরিচ্ছন্ন/ সেখানে মানুষের পায়ে হাঁটার স্বাক্ষর রয়েছে/ উভয় পথেই সকালের রোদ্র নেমেছে/ কিন্তু যে পথে কেউ কখনো পা রাখেনি/ সে পথই আমি বেছে নিলাম/সন্দেহ ছিলো, কখনো ফিরতে পারবো কিনা/ কিন্তু যুগ যুগ ধরে আমি এ কথা বলতে পারবো:/দুটো পথ বনখণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলো/ আমি তার মধ্যে দুর্গমটাকেই বেছে নিয়েছিলাম/এবং তার ফলেই/ আমার জীবনের যত পরিবর্তন।"

সাত.

সেই সন্ধ্যায়। পল্টন থেকে রমনার ভিতর দিয়ে আমি পথ চলছি শাহবাগের দিকে। আমার দু'পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে শীতের শিশির বিন্দু। আমি অনেক বছর পর পিছনে ফিরে তাকালাম। আমি আমার স্মৃতিদের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আমার চোখে ভেসে উঠলো, থ্রি ডাইমেনশ্যানাল ইমেজ-প্যানোরামা:

গেরুয়া রঙের মাটি। মাটির সোঁদা গন্ধ। সবুজ প্রকৃতি ও শ্যামলিম অন্ধকার। মাঝ দিয়ে বেদনার নীল স্রোতবাহী হ্রদ। কালো পীচ ঢালা পথের ওপর বনানীর ওড়না, পত্রালী, রাতের আকাশ ও চাঁদ। অতিথি পাখিদের ঘুম জাগা চোখে দোসর হারানোর বিষাদ। দূরে লাল লাল ইটের প্রাগৈতিহাসিক ইমারত। সেই হারিয়ে যাওয়া শহর— এজট্যাক সভ্যতার শেষতম রাতের মতো মায়াবী। আমি আমার প্রিয়তম জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাসকে চিনতে পারলাম। আমি পরিচিত পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছি। আমার চারপাশে অধিভৌতিক আবহে সব কিছু ঠিক আগের মতো। হ্রদের ওপাড়ে নেকাব নাড়িয়ে ডাকছে একটি মেয়ে। রাতের জোসনার মধ্যে মেয়েটি সাঁঝ বেলার সোনালী আলোয় ভেসে যাচ্ছে। আমি তার কাছে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম—'তুমি'

"She smiled, I did not have a reply
And we were lost forever."